বৌদ্ধ দর্শনে পঞ্চশীল নীতি (Panchasila in Buddhism) : নাস্তিকবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গণ্য হলেও, বৌদ্ধ দর্শনে আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি বহুলভাবে পরিলক্ষিত। আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি বৌদ্ধ দর্শনে কিন্তু কোন স্থায়ী বিষয় নয়। এ হল

Scanned with CamScanner

এক চলমান প্রক্রিয়া স্বরূপ। একটি ক্রম বা অধ্যায় থেকে আর একটি ক্রম বা অধ্যায়ে উত্তরিত হওয়ার চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। এগুলিকে তাই কয়েকটি ভাগে বা পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথটি তিনটি মূল পর্বে বিভক্ত। এই তিনটি পর্বের প্রথমটি হল **শীল** নামে খ্যাত, দ্বিতীয়টি হল **সমাধি** নামে উল্লেখিত, এবং শেষেরটি বিশুদ্ধ **প্রজ্ঞা** নামে খ্যাত।

শীল শব্দটির অর্থ হল সদাচার—যা মানুষের নৈতিক আচরণকেই সূচিত করে। কিন্তু বুদ্ধদেব সদাচার বলতে শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার আচরণের বিষয়টিকেই সূচিত করেন নি। তিনি এই অর্থে বাহ্যিক আচার আচরণের সঙ্গে আত্মিক সদাচারকেও সূচিত করেছেন। আত্মিক সদাচার মানুষের চরিত্রের শুদ্ধতাকে বজায় রাখে। সুতরাং দেখা যায় যে, শীল বা সদাচার অর্থে বৌদ্ধরা বাহ্যিক এবং আত্মিক উভয় প্রকার শুচিতাকেই নির্দেশ করেন। তাঁরো বলেন, মানুষের সামগ্রিক চরিত্র যদি শীল সম্মত না হয় তবে তার মধ্যে নৈতিকতা লক্ষ্য করা যায় না। আর, মানুষের চরিত্রের মধ্যে যদি নৈতিকতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে মানুষ কখনোই অষ্টাঙ্গীক পথের যাত্রী হতে পারে না। ফলতঃ মোক্ষ লাভে মানুষ ব্যর্থ হয়। বৌদ্ধদর্শনে যে অষ্টাঙ্গীক মার্গের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি ছাড়া বাদবাকী পাঁচটিকে শীল রূপে অভিহিত করা হয়।

সমাধি শব্দের প্রকৃত অর্থ হল ধ্যানমগ্নতা যা মানুষের চিত্তকে সংযত ও নির্বানমুখী করে তোলে। এই সমাধির উপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, সম্যক্ সমাধিকেই অষ্টাঙ্গীক মার্গের শেষ ধাপ বা পর্যায় রূপে গণ্য করা হয়েছে। অন্যান্য মার্গগুলির মাধ্যমে বাহ্যশুচিতা অর্জন করে সমাধিস্থ হয়েই মানুষ নির্বান লাভ করতে সমর্থ হয়। সম্যক্ সমাধি যা অষ্টতম আঙ্গিকরূপে স্বীকৃত তা, সমাধিরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ হল বিষয় বা বস্তুর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। আর্যসত্য চতুষ্টয় সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞানই সম্যক্ দৃষ্টি। এরূপ যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ মনে করতে সক্ষম হয় যে, এই জগতে সবকিছুই অনিত্য এবং অবিদ্যা তথা মিথ্যা জ্ঞানই হল সমস্ত প্রকার দুঃখের মূল কারণ। আবার আর্যসত্যচতুষ্টয়ের সম্যক্ জ্ঞান স্মৃতিতে ধরে রাখাকেই বলা হয় সম্যক্ স্মৃতি। এরূপ স্মৃতির ফলে মনে সর্বদা জাগতিক অসারত্ব সম্পর্কে জ্ঞান জাগরিত থাকে এবং বিষয় বিরাগ্যে মন ধাবিত হয়। ফলতঃ মানুষের মন নির্বান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ স্মৃতি তাই জ্ঞান পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধদেব নির্ধারিত অষ্টাঙ্গীক মার্গের মধ্যেই **শীল**, **সমাধি** এবং **প্রজ্ঞা** পরিলক্ষিত হওয়ার অষ্টাঙ্গীক মার্গকে **শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সম্বন্বয়** রূপে অভিহিত করা হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গ তাই একাধারে শীল রূপে স্বীকৃত, অন্যদিকে সমাধি রূপে গৃহীত, এবং আর একদিকে প্রজ্ঞা রূপে উল্লেখিত। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ—এই পাঁচটি আঙ্গিক তথা সম্যক্

Scanned with CamScanner

সংকল্প, সম্যক্ বাক, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব এবং সম্যক্ ব্যায়াম প্রভৃতি হল শীলের অর্ন্তভুক্ত। প্রথম এবং সপ্তম আঙ্গিক তথা সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ স্মৃতি প্রভৃতি হল প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। শেষেরটি তথা সম্যক্ সমাধি হল সমাধির অন্তর্ভুক্ত। একারণেই বৌদ্ধ নির্দেশিত অষ্টাঙ্গিক মার্গকে শীল সমাধি প্রজ্ঞা সমুচ্চয়ী রূপে অভিহিত করা হয়।

আরো লক্ষণীয় যে, বুদ্ধদেব দুঃখ থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। অর্থাৎ, নির্বান লাভের কথা বলেছেন। আবার নির্বান লাভের জন্য বিভিন্ন মার্গের কথাও বলেছেন। এই সমস্ত মার্গগুলিকে আবার অপর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই দ্বিবিধ মার্গের একটি হল **কর্মমার্গ** এবং অপরটি হল **জ্ঞানমার্গ**। নির্বান লাভের জন্য এই উভয়বিধ মার্গেরই প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র কর্মের মাধ্যমে অথবা শুধুমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমে কখনোই নির্বান লাভ করা যায় না। নির্বান লাভ করতে হলে তাই উভয়ের সম্বন্বয় প্রয়োজন। বুদ্ধদেব এরূপ সমন্বয়ের উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেকারণেই বৌদ্ধদের **জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদী** রূপে অভিহিত করা যায়। বুদ্ধদেব আরো বলেন যে, মানুষের নৈতিক জীবনকে সুদৃঢ়ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সম্যক্ জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের মেলবন্ধন অত্যাবশ্যক। সম্যক্ জ্ঞান লাভ না করা গেলে যেমন সম্যক্ কর্ম সাধিত হয় না, তেমনি সম্যক্ কর্ম ছাড়াও সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব নয়। একটি আর একটির আবশ্যিক পরিপূরক। এভাবেই একটি আর একটিকে পরিপূরণ করলে মানুষের অন্তরে নৈতিক শুচিতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাধির মাধ্যমে মানুষ নির্বান লাভ করে।

বৌদ্ধ দর্শনে যে শীলের উল্লেখ করা হয়েছে—তার দুটি অর্থ বিদ্যমান। এই দুটি অর্থের একটি হল **সদর্থক অর্থ** এবং অপরটি হল **নঞর্থক অর্থ**। সদর্থক অর্থে শীল বলতে বোঝানো হয়েছে—মানুষের যা পালনীয়—অর্থাৎ, যে সমস্ত কর্ম মানুষের করা উচিত বলে বিবেচিত। যেমন, সত্যভাষণ দেওয়া উচিত, সদাচার মেনে চলা উচিত, ইত্যাদি। নঞর্থক অর্থে শীল বলতে বোঝানো হয়েছে—যা করা মানুষের উচিত নয়। অর্থাৎ, যে সমস্ত কর্ম থেকে মানুষের বিরত থাকা উচিত বলে বিবেচিত। যথা—মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা, চৌর্যকর্ম থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। শুধুমাত্র সদর্থক অথবা শুধুমাত্র নঞর্থক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে শীলের পূর্ণ অর্থকে সুচিত করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন উভয়বিধ অর্থের। যে সমস্ত শীল বা আচরণ মানুষের পালনীয় বলে বিবেচিত সেই সমস্ত শীল বা আচরণকে বলা হয় **চারিত্র্যশীল**। অপরদিকে, যে সমস্ত শীল বা আচরণ পালনীয় নয়, অথাৎ যা থেকে মানুষের বিরত থাকা উচিত—সেই সমস্ত শীলকে বলা হয় **বারিত্রশীল**। **চারিত্রশীলের** অর্থ হল—এই সমস্ত আচরণগুলি মানুষের চরিত্রে থাকা উচিত। বারিত্রশীলের অর্থ হল এই সমস্ত শীলগুলি মানুষের চরিত্রে বারিত বা নিষেধ হওয়া উচিত।

শীলকে বৌদ্ধ দর্শনের মূল অঙ্গরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শীলের সঙ্গে

Scanned with CamScanner

নৈতিকতার সম্পর্কটি যেমন গভীর, তেমনি ধর্মের মুখ্য অঙ্গরূপেও তা স্বীকৃত। শীল পালনের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত দৃঢ় হয়। দৃঢ় নৈতিকতার মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং এর ফলে মানুষ সমাধির পথে অগ্রসর হয় ও মোক্ষ বা বোধি লাভ করে। শীল পালন তাই নির্মল সুখের সোপান রচনা করে। বৌদ্ধ দর্শনে যে সমস্ত শীলের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের বেশীর ভাগই কোন না কোন প্রকার পাপ কর্ম থেকে বিরতি বা নিষেধ থাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পাপকর্ম না করাটাই শীল নামে পরিচিত। চতুর্থ আর্যসত্যে যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে পাঁচটিকে শীলরূপে অভিহিত করা হলেও, নঞর্থক অর্থে তথা বিরত থাকার অর্থে তিনটি শীলকে উল্লেখ করা হয় এবং এই তিনটি শীল হল যথাক্রমে ঃ **সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত** এবং **সম্যক্ আজীব**।

সম্যক্ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিথ্যা বা অসত্য বাক্য প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা উচিত, হৃদয় বিদারক বাক্য প্রয়োগ না করা উচিত ইত্যাদি। এই সম্যক্ বাক্যে মূলত: চারপ্রকার নিষেধ বা বিরতির উল্লেখ লক্ষিত। এই সমস্ত বিরতিমূলক বাক্যগুলি হল যথাক্রমে—(১) মিথ্যাবাক্য বলা থেকে নিষেধ (মৃষাবাদ নিষেধ) (২) হিংসা পরায়ণ বাক্য বলা থেকে নিষেধ (পিশুনবাদ নিষেধ), (৩) নিষ্ঠুর বাক্য বলা থেকে নিষেধ (পরুষবাদ নিষেধ) এবং (৪) অহেতুক বাক্য বলা থেকে নিষেধ (সংপ্রলাপ নিষেধ) ইত্যাদি। সম্যক্ কর্মান্তেও চার প্রকার নিষেধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এগুলি হল যথাক্রমে ঃ (১) চুরি করা থেকে নিষেধ (অদত্তাদান নিষেধ), (২) প্রাণী হত্যা থেকে নিষেধ (প্রাণাতিপাত নিষেধ), (৩) অব্রহ্মচর্য থেকে নিষেধ (অব্রহ্মচর্য নিষেধ) এবং (৪) মিথ্যা কামনা থেকে নিষেধ (মিথ্যা কামাচার নিষেধ) প্রভৃতি।

সম্যক্ আজীব অর্থে বোঝানো হয়েছে সৎ উপায়ে জীবনযাপন করা। জীবন যাপনের জন্য যা কমপক্ষে প্রয়োজনীয় তাই যাপন করা উচিত। নিতান্ত কৃচ্ছসাধনও নয়, আবার ভোগের বাহুল্যতাও নয়। এদুটির কোনটিই মানুষকে পরম প্রাপ্তি প্রদান করতে পারে না। শুধুমাত্র সৎ উপায়ে অর্জিত বিষয়গুলিকেই জীবন ধারণের পক্ষে গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করা উচিত। এমন কি নিজের জীবন রক্ষার জন্যও কোন অসৎ পথ অবলম্বন করা উচিত নয়। জীবন ধারণের এরূপ প্রক্রিয়ায় ক্রুরতা, শঠতা এবং বঞ্চনা প্রভৃতিকে সযত্নে এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ, এই সমস্ত বিষয়গুলি কখনোই নৈতিকতার সহায়ক হতে পারে না। নৈতিকতা কখনোই মানুষের মনোবৃত্তিকে ছোট করে না। বরং তাকে অত্যন্ত উদার ও প্রসারিত করে। জীবন ধারণের এরূপ আচারকেই বলা হয় সম্যক্ আজীব।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বৌদ্ধদর্শনে বিভিন্ন প্রকার শীলকে স্বীকার করা হয়েছে। মানুষের চরিত্রভেদে পালনীয় শীলের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য যে সমস্ত শীল পালনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণ গৃহী মানুষদের জন্য ততগুলি

Scanned with CamScanner

শীল কিন্তু পালনীয় নয়। বুদ্ধদেব বৌদ্ধভিক্ষুদের দশটি পালনীয় শীলের উল্লেখ করলেও, সাধারণ গৃহীদের পাঁচটি শীল পালনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। এই পাঁচটি শীলই বৌদ্ধ দর্শনে **পঞ্চশীল** নামে খ্যাত। সাধারণ গৃহীদের পালনীয় বলে এগুলিকে **গৃহীশীল** রূপেও অভিহিত করা হয়। পঞ্চশীলকে আবার অনেক সময় **কুরুকর্ম** রূপেও অভিহিত করা হয়, কারণ কুরুদেশে এগুলির বিশেষ প্রচলন ছিল। যাইহোক না কেন, পঞ্চশীলকে যে নামেই উল্লেখ করা হোক না কেন, তা যে সমস্ত গৃহী মানুষদের পালনীয় এ সম্পর্কে কোন সংশয়ই নেই। এগুলি যে মানুষের নৈতিকতার উৎস রূপে গণ্য—সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নাই। এই পাঁচটি শীল হল যথাক্রমে ঃ

(১) **মৃষাবাদ নিষেধ বা বিরতি ঃ** মৃষাবাদ নিষেধের অর্থ হল মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত হওয়া। বৌদ্ধ দর্শনে মিথ্যা কথা বলা যে পাপ কর্ম—তা স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের উচিত কোন সময় মিথ্যা কথা না বলা। মানুষ নিজেও যেমন মিথ্যাচারণ করবে না, তেমনি অপরকেও মিথ্যাচারণ করা থেকে বিরত রাখবে। মিথ্যা ভাষণ দেওয়া এবং দেওয়ানো কোনটাই উচিত নয়। গৃহীদের এই নীতি বা শীলটি সর্বদাই মেনে চলা উচিত।

(২) **অদত্তাদান-নিষেধ বা বিরতি ঃ** অদত্তাদানের অর্থ হল "যে জিনিষ দান করা হয়নি তা গ্রহণ করা বা চুরি করা"। অপরের অদেয় বস্তু গ্রহণ করাকে চুরি করা রূপেই অভিহিত করা হয়। কোন দ্রব্য চুরি করা বা চৌর্যবৃত্তি অবশ্যই নিন্দনীয়। এবং পাপকর্ম। সুতরাং সাধারণ গৃহীদের নৈতিক চরিত্র বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে চৌর্যবৃত্তি থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রেও মনে রাখা উচিত যে, মানুষ যেমন নিজে চুরি করবে না, অপরের চুরিও সমর্থন করবে না। এদুটোই অন্যায় এবং নৈতিকতার বিরোধী। সুতরাং চুরি করা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(৩) **মদ্যমাদকার্থ নিষেধ বা বিরতি ঃ** অর্থাৎ, মাদকজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ বা সেবন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, বৌদ্ধদের মতে; মাদকজাত দ্রব্য সেবনের ফলে মানুষ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে এবং অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। এর ফলে সেই ব্যক্তির পক্ষে আর নৈতিকতা সম্পন্ন কর্ম করা সম্ভব হয় না। এজন্যই মানুষের উচিত মদ্য পান না করা, এবং মাদকজাত অপরাপর দ্রব্য গ্রহণ না করা। এরূপ ক্ষেত্রে গৃহী যেমন নিজেও বিরত থাকবেন, অপরকেও বিরতি থাকার উপদেশ দেবেন। মদ্যমাদকার্থ নিষেধ তাই বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বে পালনীয় শীল রূপে গণ্য।

(৪) **অব্রহ্মচর্য নিষেধ বা বিরতি ঃ** অব্রহ্মচর্য নিষেধের অর্থ হল ব্রহ্মচর্যাভাব থেকে বিরত হওয়া। বৌদ্ধদের মতে, ব্রহ্মচর্যই হল মানুষের জীবনের নৈতিক ভিত্তির প্রথম সোপান। সেকারণেই প্রত্যেক মানুষের ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে মানুষ গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ণ পূর্বক চরিত্র গঠনের উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ব্রহ্মচারীকে অবশ্যই জিতেন্দ্রিয় হতে হয় এবং ব্রহ্মভাবনায় মগ্ন

Scanned with CamScanner

থাকতে হয়। ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত রাখা, গুরুর সেবা পরিচর্যা করা এবং ভিক্ষালব্ধ তন্ডুলে অন্ন প্রস্তুত করা প্রভৃতি হল ব্রহ্মচারীর করণীয় নৈতিক কর্তব্য। এই সমস্ত কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়াই হল অব্রহ্মচর্য। এরূপ অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকাই হল গৃহীর একটি অতি আবশ্যক পালনীয় শীল। কারণ, তা না হলে মানুষ তার জীবনকে মোক্ষাভিমুখী করে তুলতে পারে না।

(৫) **প্রানাতিপাত নিষেধ বা বিরতি ঃ** প্রানাতিপাত নিষেধের অর্থ হল প্রাণী হত্যা থেকে বিরত হওয়া। বৌদ্ধদর্শনে "প্রাণী' বলতে শুধুমাত্র ইতরেতর প্রাণী সমূহকেই বোঝানো হয়নি। প্রাণী বলতে ইতরেতর প্রাণী সমূহের সঙ্গে লতা-গুল্ম, গাছ-পালা এবং কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকেও বোঝানো হয়েছে। এই সমস্ত কিছুকে বধ বা হত্যা করা অন্যায়। নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির হত্যা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এতে মানুষের হিংসা বৃত্তিরই প্রাদুর্ভাব ঘটে। আর হিংসার দ্বারা মানুষ কখনোই মহৎ কাজ করতে পারে না। হিংসা তাই কখনোই মানুষকে মোক্ষাভিমুখী করে তুলতে পারে না। এ হল মোক্ষের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। হিংসা, দ্বেষ, বৈরীতা মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী করে তোলে, কখনোই তা মনকে উচ্চগামী করে তুলতে পারে না। ফলত: হিংস্র মানুষ মোক্ষ থেকে শতযোজন দূরে অবস্থান করে। এজন্যই সাধারণ গৃহীকে অহিংস হতে হবে এবং এর জন্য প্রাণী হত্যা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। অহিংসাই হল বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র। অহিংসাকে মেনে চলা বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় সাধারণ গৃহীরও মৌল কর্তব্য। এজন্যই প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার নৈতিক নিয়মটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে নির্দেশিত পঞ্চশীলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শীল রূপে পরিগণিত।

বৌদ্ধরা মনে করেন যে, সাধারণ সংসারী মানুষ যারা এই পঞ্চশীলকে মেনে চলেন, তাঁরা তাদের জীবনকে নৈতিকতায় সমৃদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হন। পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে তাদের মন থেকে লজ্জা, ভয় এবং অভিমান সবকিছুই দূরীভূত হয়। এভাবেই চিত্ত শুদ্ধির ফলে তারা অত্যন্ত তেজস্বী ও নীতিবান রূপে গণ্য হন। এর ফলে তাঁরা নিজেরাও যেমন অন্যায় করতে চান না, অপরকেও তেমনি অন্যায় কর্ম করা থেকে বিরত করতে পারেন। এ হল মানুষের এক আত্মিক ক্ষমতা যা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত হয়। এরূপ ক্ষমতা নিয়ে কিন্তু মানুষ জন্মগ্রহণ করে না। পঞ্চশীলের অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হন। এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান তথা বোধি লাভ করেন, এবং পরিশেষে নিজেকে মোক্ষাভিমুখী রূপে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

Scanned with CamScanner